যুগান্তর

তারিখ 25 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

এমপিওভুক্তির দাবিতে সরকারকে ফের আলটিমেটাম

২ সেপ্টেম্বর থেকে অবস্থান কর্মসূচি

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিওভুক্তির দাবিতে সরকারকে ফের আলটিমেটাম দিয়েছেন বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওবঞ্চিত শিক্ষকরা। শুক্রবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এক সপ্তাহের ওই আলটিমেটাম দেয়া হয়। ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবি আদায় না হলে ২ সেপ্টেম্বর থেকে তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। 'নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' ও 'বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী পরিষদ' ওই যৌথ সংবাদ সম্মেলনটি রাজধানীর তোপখানায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে ঐক্যজোটের সভাপতি আলমগীর কবির মিলন, সাধারণ সম্পাদক এম সুশান্ত, পরিষদের সভাপতি হানিফ উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক একেএম জহিরুল ইসলাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। লিখিত বক্তব্যে তারা এমপিও না পেয়ে কয়েক শিক্ষকের মৃত্যুবরণ এবং এক শিক্ষকের স্ত্রীর আত্মহননের ঘটনার তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়া এর আগে তাদের গড়ে তোলা আন্দোলনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সংহতি প্রকাশ এবং দাবি আদায় না হলে স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ ও সমালোচনা করা হয়।

গোয়েন্দা নজরদারী : এদিকে এমপিওর দাবিতে গড়ে তোলা আন্দোলনের বিভিন্ন নেতার পেশাগত পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে, 'নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' ও 'বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদ'র সমন্বয়ক সভাপতি পরিচয় দানকারী হানিফউল্লাহ নিজেকে অধ্যক্ষ পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে নানা সংশয় রয়েছে। তিনি আদৌ কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকও নন। ওই ব্যক্তি নিজ জেলা পটুয়াখালীর বাউফলের প্রত্যন্ত এক ইউনিয়নে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হাফিজিয়া মাদ্রাসা, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। এসএসসি উত্তীর্ণ ওই ব্যক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা এবং তা নিয়ে ব্যবসা করা পেশায় পরিণত হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থা তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রেখেছে। এমনকি শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনকালে কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের আশপাশে টহল দিতে দেখা যায়। জানা গেছে, আন্দোলনে অংশ নেয়া ও নেতৃত্ব দাতাদের মধ্যে তার মতো আরও কয়েকজন রয়েছেন, যাদের পেশাগত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট : এদিকে সংগঠনটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সর্বশেষ শিক্ষানীতির আলোকে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কমিশন গঠন এবং সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তনসহ ৮ দফা দাবিতে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জাতীয় মহাসমাবেশকে সামনে রেখে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের জাতীয় পর্যায়ের ১১ সংগঠনের মোর্চা জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বানে দেশব্যাপী ৮ দফা দাবি ও শিক্ষা উন্নয়নে ৭ সুপারিশ নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করছেন। ঈদ উদযাপনের সুযোগে সারাদেশে শিক্ষক-কর্মচারীরা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধি, অভিভাবক ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে চলমান আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ফ্রন্টের পক্ষে ৫ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে ৮ দফা দাবি ও শিক্ষার উন্নয়নে ৭ সুপারিশ বাস্তবায়নে ১১ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল।